

Scanned with CamScanner

নেক আমল

হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী

PARWANA PUBLICATIONS
পারওয়ানা পাবলিকেশন্স

Scanned with CamScanner

নেক আমল

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

অনুলিখন

মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান চৌধুরী

প্রকাশক

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

পরওয়ানা পাবলিকেশন্স

১৭৩ ফকিরাপুল (৪র্থ তলা)

ঢাকা- ১০০০। ফোন- ৮৩৮৯১৭

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং

[স্বত্ব প্রকাশকের]

প্রচ্ছদ ঃ

আরিফুর রহমান

কম্পোজঃ দারুল ইবতিকার

১০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা

ফোঃ ৯৩৪৮৭৩৬

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই মানুষের নেক আমল। এই নেক আমল-এর কোনো সীমা বা শেষ নেই। তবু, দৈনন্দিন কার্যাবলীর পাশাপাশি আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী অপরিহার্য। ফরজ ইবাদত ছাড়াও বুজুর্গানে কিরামের বিভিন্ন লেখনীতে যেসব নেক আমল-এর তাগিদ রয়েছে তা থেকে মানুষ নিঃসন্দেহে উপকৃত হচ্ছেন।

জৌনপুরী সিলসিলার এ জামানার অন্যতম বুজুর্গ মুজাদ্দিদে জামান হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (মাঃ আঃ) মুরীদানদের বিভিন্ন সময় নেক আমল সমূহের তাগিদ দিয়ে থাকেন। এ সব বিষয়কে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুরোধ বিভিন্ন মহল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল। ছাহেব কিবলাহ্‌র খিদমতে গিয়ে অনুলিখনের মাধ্যমে নেক আমল-এর পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন প্রিয়বর মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান চৌধুরী। তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদর্হ।

নেক আমল পুস্তকই যে দৈনন্দিন আমলের জন্য যথেষ্ট তা নয়; এর বাইরেও আমল করা সম্ভব। তাছাড়া স্বল্প সময়ে যেটুকু সম্ভব হয়েছে তাই প্রকাশ করা হল। পরবর্তীতে নেক আমল-এর বর্ধিত সংস্করণও প্রকাশের আশা রাখি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর মকবুল বন্দেগী ও হুজুর পাক (সাঃ)-এর মহব্বত নছিব করুন। আমীন।

প্রকাশক

Scanned with CamScanner

সূচী

নেক আমলের মাহাত্ম্য / ৫
নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা ও ইবাদতের প্রকৃতি / ৭
মুরাকাবা বা ধ্যানের গুরুত্ব / ১০
যিক্‌রের ফজিলত / ১২
আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা / ১৫
শ্বাস প্রশ্বাসের আমল / ১৮
বিশুদ্ধ নামায / ১৯
তিলাওয়াতে কুরআন / ২১
দুরূদ শরীফ / ২১
দুরূদে তুনাজ্জিনা / ২৩
দুরূদে নারিয়া / ২৪
ইছতিগ্‌ফার শরীফ / ২৫
অভাব ও দৈন্যতা দূর হওয়ার আমল / ২৭
জীবনে সুখ-শান্তির দোয়া / ২৮
বিপদ হতে মুক্তি ও হাজত পূরণের আমল / ২৯
অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্ধনের আমল / ৩০
দেমাগ ও যেহেন শক্তি বৃদ্ধির আমল / ৩২
চোখের নিরাপত্তার জন্য আমল / ৩৩
রাত ও দিনের বিশেষ আমল / ৩৫
বিশেষ বিশেষ দোয়া / ৩৬
খতমে খাজেগান / ৪৪

Scanned with CamScanner

নেক আমলের মাহাত্ম্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মহান আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় মানুষকে তার জীবনের উন্নতি এবং অবনতি সম্পর্কে অবগত করেছেন। যে সমস্ত কাজ মানুষের জীবনকে উন্নত করে তার নাম আমলে সালেহ বা নেকীরকাজ। আর যে সমস্ত কাজ মানুষের জীবন অবনতি বা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তা হলো মা'ছিওত বা গুনাহ্‌র কাজ।

মানুষের কর্মই মানুষকে উন্নত বা ধ্বংস করে। এতে ঈমানের প্রশ্ন আসে না। কোন অমুসলমানও যদি জীবনে ভাল কাজ করে, তবে তার দুনিয়ার জীবন উন্নত হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ পাক তাকে তার ভাল কাজের বিনিময় দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে থাকেন। পরকালে তার জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। অপর দিকে মুমিন বান্দাহ্‌র নেক আমল বা ভাল কাজের বিনিময় আল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতেই দিয়ে থাকেন।

আমলে সালেহ-এর নমুনা বা প্রকৃতি নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন। আল্লাহ নবীদেরকে আমলে সালেহ্‌-এর প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁদেরকে

Scanned with CamScanner

সালেহীনদের শিক্ষক করে পাঠিয়েছেন। তাই নবী-রাসূলগণের আমলই হলো আমলে সালেহ-এর প্রকৃত নমুনা বা মিছাল। একজন মু'মিন তার জীবনের ক্রিয়া-কর্মকে নেক আমলে পরিণত করতে পারে তখনই, যখন সে সত্যিকার অর্থে নবী-রাসূলদের পথ ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করবে,পূর্ণ আস্থা ও ইয়াকীনের সাথে নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনতে সক্ষম হবে। আর এই ঈমানের পরিপূর্ণ দিক 'নবী আল্লাহ্র প্রেরীত পুরুষ' এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং নবীর সম্পূর্ণ গুণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে খোদা প্রদত্ব তাঁর সকল বিশেষত্বের প্রতিও পূর্ণ ঈমান ও আস্থা স্থাপন করতে হবে। তবেই একজন মুমিনের ঈমানে পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে। আর প্রকৃত পক্ষে নবীদের দ্বারা এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন হয় বলেই নবী হলেন ঈমানের মূল।

ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে নেক আমল বা ভাল কাজ করলে মানুষের আত্মার উন্নতি হয়, অন্তরে শান্তি অর্জিত হয় এবং দিলের অন্ধকার দূর হয়। যার অন্তর যত স্বচ্ছ সে-ই তত সফলকাম। তাই নেকীর দ্বারা মানুষের রূহে যে সুগন্ধ আসে মরণের পরে সেটাই হয় প্রথম মুক্তির কারণ। অপরদিকে মন্দ কাজের দ্বারা মানুষের রূহে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। আর এটাই হয় মানুষের পরকালের জীবনে ধ্বংসের কারণ।

Scanned with CamScanner

মানুষের মুক্তির পাথেয়, সকল নেক কাজের উপদেশ এবং ধ্বংসের কারণ, সমস্ত মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার নছিহত কেবল অন্তর দ্বারাই অর্জিত হয়। তাই দিল বা অন্তরের সংশোধনীই মানুষের প্রকৃত সংশোধনী। অপর কথায় রূহ বা আত্মার সংশোধনীই মানুষের উন্নতির কারণ ও মুক্তির অবলম্বন। দিলের এই সংশোধনী অর্জনের শিক্ষাকে সালেহীনদের ভাষায় বলা হয় ইলমে তাসাউফ।

নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা ও ইবাদতের প্রকৃতি

কাজের ফল ভাল বা খারাপ হওয়া নির্ভর করে নিয়তের উপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ (اَىْ نِيَّتِهٖ)

"প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতি তার স্বভাবসুলভ আচরণ প্রকাশ করে থাকে অর্থাৎ– উদ্দেশ্য অনুপাতে কাজ করে থাকে।"

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সকল কাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল"

মানুষ জীবনে যেসব কাজ আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে সেগুলোর নামই হল ইবাদত। আর মানুষের জীবন যখন উবুদিয়ত অর্থাৎ দাসত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায় সে সময়ই তার জীবনের সকল কাজ

Scanned with CamScanner

বা আমলিয়াত ইবাদতে গণ্য হয়। আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাসত্ব অর্জনের শিক্ষা রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন থেকেই পাওয়া যায়। নবী পাকের পছন্দনীয় সকল কাজ আমাদের জন্য ইবাদত আর যেসব কাজ তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল সেগুলো আমাদের জন্য মা'ছিয়ত অর্থাৎ গুনাহ্‌। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তাবেদারীই হলো আল্লাহর তাবেদারী, আর এটাই প্রকৃষ্ট উবুদিয়ত বা দাসত্ব।

একজন মানুষের যে কোন কাজই ইবাদতে গণ্য হতে পারে যদি তার কাজে নিয়্যতের শুদ্ধতা থাকে এবং উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন। এই অর্থে মানুষের জীবনের এমন কোন কাজই নেই যা ইবাদতে সামিল হতে পারে না। যেমন– একজন লোকের বিবাহের উদ্দেশ্য যদি হয়– গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং পারিবারিক ব্যবহার দিয়ে আল্লাহর কাছে ভাল মানুষ হিসেবে পরিগণিত হওয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ فِىْ اَهْلِهٖ

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিজনের কাছে ভালো মানুষ হিসাবে বিবেচিত।" আর এই বিবাহের উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে,নেক সন্তানাদি দুনিয়ায় রেখে যাওয়া; যাদের নেকীর দ্বারা মাতা-পিতা চরম লাভবান হতে পারেন। তাহলে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের শুদ্ধতার কারণে ব্যক্তির

Scanned with CamScanner

বিবাহকর্ম, সন্তানাদি জন্মদানসহ দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি ভাল কাজই ইবাদতে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, দৈহিক-মানসিক পরিশ্রম করা বা অন্য যে কোন ভাবে নিজের ও পরিবার-পরিজনের হালাল রোযি-রিজেকের বন্দোবস্ত করার প্রচেষ্টা চালানো, এ সব কিছুতেই বান্দার উবুদিয়ত বা দাসত্ব জীবনের চিত্র রয়েছে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْإِسْلَامِ

"ইসলামে দুনিয়াদারী ত্যাগ করে কোন ইবাদত নেই।"

মোট কথা,ইসলামে এমন কোন কাজের স্বীকৃতি নেই যা অনর্থক, উদ্দেশ্যহীন ও ফাহেশা। যা বৈধ ও কল্যাণকর হিসাবে বিবেচনায় আসে না এমন সবকিছুই ইসলামে অনর্থক ও মূল্যহীন। তাই নিয়্যতের উপর মানুষের জীবন যাপন করা ইসলামের উদ্দেশ্য। নিয়্যতের বিশুদ্ধতার অভাবে একটি ভাল কাজ বা নেক আমলও ব্যক্তির জন্য কোন কল্যাণজনক বা ছওয়াবের কারণ নাও হতে পারে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেনঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

Scanned with CamScanner

"আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।"

আলোচ্য আয়াতে আনুগত্যের চরম বাণী বিবৃত হয়েছে। আর এ রকম জীবন পদ্ধতির নামই ইসলাম যা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথ তথা তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার মূল উদ্দেশ্য। ইহা বিশ্বাসী বান্দাহ্দের জীবনাচারের আবশ্যকীয় অনুশীলনের বিকল্পহীন অবলম্বন।

মুরাকাবা বা ধ্যানের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ মানুষকে অনেক শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেননি। এর মধ্যে একটি হল ধ্যানশক্তি। মনুষ ব্যতীত অন্য কোন জীব-জন্তুকে আল্লাহ এই শক্তি দান করেননি। মানুষ এই ধ্যানশক্তি দ্বারা গোপন ও অতীতের অনেক বিষয়ই স্মরণ করতে পারে এবং দেখতেও পারে। মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সীমাহীন যে এহসান বা দয়া রয়েছে তা সে স্মরণ করতে পারে ধ্যানের মাধ্যমেই। যেমন– আমার জন্মের আগে আমি কোথায় ছিলাম এবং জন্মের পরে অসহায় দূরবস্থার মাঝে কে আমাকে সাহায্য করলেন? এসব চিন্তা করলে আল্লাহ্র এহসানের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে স্নেহশীল মাতা-পিতার শুকরিয়া আদায়

Scanned with CamScanner

করতেও মানুষ বধ্য হয়। এবং আল্লাহ পাক মাতা-পিতার দ্বারা সাহায্য করিয়ে হীনঅবস্থা থেকে তুলে এনে এতটুকু উন্নত করলেন– এই চিন্তা মানুষের বিবেককে বাধ্য করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে। আর এহসানের শুকরিয়া আদায় করাও মানুষের জীবনের উন্নতির বিশেষ কারণ। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর তবে তোমাদের প্রতি নিয়ামত আরও বর্ধিত করা হবে।" অপর দিকে এই ধ্যান দ্বারাই মানুষ বুঝতে পারে নিজের জীবনের গতি প্রকৃতিকে। আল্লাহ প্রদত্ত গুণাবলী একদিন বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্য থেকে লুপ পেতে থাকে। আল্লাহ বলেছেনঃ

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ -

"আমি যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তার আঙ্গিক কাঠামোকেও সংকোচন করে থাকি।"

প্রকৃতিগত গুণাবলী লুপ পাবার সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। তখন সে চিন্তায় ও ধ্যানে যা ভাবতে থাকে তাহলো– মৃত্যুর আজাবের সময় কে আমাকে সাহায্য করবে, কবরে আমার অবস্থা কি হবে? এসব সংকটঘন মুহূর্তে আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে আমার সাহায্যকারী? শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌রই আশ্রয় কামনা করে। তার ধ্যানে ঘুরে ঘুরে যে কথাটি আসতে থাকে তাহলো–

Scanned with CamScanner

আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যকারী, আল্লাহই আমার আশ্রয়দাতা, আমি তাঁর কাছেই ফিরে যাব, তিনিই আমার শেষ ভরসা। অতএব ধ্যানই মানুষের জীবনের সংশোধনের চূড়ান্ত পন্থা। ধ্যানের দ্বারা মানুষের দিলের সব অন্ধকার দূর হয়,দূর হয় অন্তরের সকল আবর্জনা। উজ্জল–আলোময় হয়ে ওঠে মানুষের হৃদয়পট ধ্যানের শক্তিতে। ঈমান বা বিশ্বাসের মাঝে আসে পূর্ণতা। নেক আমল বা পুণ্যের কাজের প্রতি আসে আসক্তি। তখন ইবাদতই হয়ে ওঠে বান্দাহ্‌র অন্তর-মনের একমাত্র খোরাক।

যিক্‌রের ফজিলত

আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেছেনঃ

مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ

"আমাকে যে অন্তর দিয়ে স্মরণ করে আমিও তাকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করি।"

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ فِىْ شَفَتَاهُ۔

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ফরমায়েছেন, আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে

Scanned with CamScanner

আমাকে স্মরণ করে এবং তার উভয় ঠোট আমার নামের সঙ্গে নড়াচড়া করে।"

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَايَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ـ

'ঐ ব্যক্তি, যে তার রবের স্মরণ করে এবং ঐ ব্যক্তি, যে নিজের রবের স্মরণ করে না; এদের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'

মহান আল্লাহ তার স্মরণকারী বান্দাহদের প্রতি লক্ষ্য করে ইরশাদ করেনঃ فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"

আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল– অকৃতজ্ঞ বান্দাহ্র উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ـ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ

"যে ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহ্র প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার উপর একটি শয়তান নির্দিষ্ট করে দেই। শয়তান

Scanned with CamScanner

তার সঙ্গী হয়ে নেকীর কাজে বাধা প্রদান করতে থাকে। আর সে ব্যক্তি মনে করতে থাকে যে, সে সরল পথের উপরই আছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَّسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ -

"শয়তান আদম সন্তানের ক্বল্‌বে (অন্তরে) আসন পেতে বসে থাকে, যখন সে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌রে মনোনিবেশ করে তখন শয়তান পালিয়ে যায়,আর যখন যিক্‌র হতে গাফিল হয় তখন শয়তান সে অন্তরে আবার কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।"

অতএব, যে ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মহান পরওয়ারদিগারের শুভ দৃষ্টি কামনা করে,·তার উচিত যবান ও ক্বল্‌বকে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখা। মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে ক্বল্‌বকে মুক্ত রাখার একমাত্র হাতিয়ার হলো 'যিক্‌রুল্লাহ' বা আল্লাহর স্মরণ।সুতরাং যিক্‌রের দ্বারা ক্বল্‌বের পাহারার সুব্যবস্থা হয়ে যায়। মানুষের জীবনের অন্তিম ইচ্ছা হলো আল্লাহর স্মরণ করতে করতে তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছা। আর এই যিক্‌রের অভ্যাস দ্বারাই কেবল খাতিমা বিল খায়ের আশা করা যায়।

Scanned with CamScanner

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

প্রকাশ থাকে যে, শুদ্ধ অন্তর বা নিষ্কলুশ ক্বল্‌বই মানুষকে মর্যাদাবান করে। অপরদিকে অন্তরের আবিলতা, অন্ধকার ও বক্রতাই মানুষের ধ্বংস, বিপর্যয় ও অসম্মানের কারণ। ক্বল্‌ব হলো মানুষের দেহের বাদশাহ, তার উজির হলো জিহ্বা.সভাসদ ও অন্যান্য কর্মকর্তা হল বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর সব কিছুর মূল পুঁজি হলো- জীবন। তাই দেখা যায় ক্বলবের আনন্দ ও বিষাদ সমস্ত শরীরকে প্রভাবিত করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ ـ

"নিশ্চয় দেহের মধ্যে একটি গোস্ত পিন্ড রয়েছে যার সংশোধন হলে সমস্ত দেহ সংশোধন হয়ে যায় এবং ইহা বিনষ্ট হলে সমস্ত দেহই বিনষ্ট হয়ে যায়। সাবধান! ইহাই ক্বল্‌ব।"

মানুষের আত্মশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সে অপছন্দ করে। অপরের কল্যাণে সে ব্যতিত হয়। হিংসা-দ্বেষ ও আত্মম্বরিতার প্রভাবে সে উত্তম সাহচর্য থেকে দূরে থাকে। ফলে তার অন্তরের বক্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। সে অন্তর দিয়ে ভাল কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারে না। অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ দর্শনে তার

Scanned with CamScanner

আবিলতাপূর্ণ মনে জ্বলতে থাকে বিদ্বেষের আগুন। এ আগুনে জ্বলে সে খাক্ হয়। সে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকে ধ্বংসের পথে।

অপরদিকে শুদ্ধ হৃদয় বা ক্বলবের অধিকারী ব্যক্তি যে কোন কুস্বভাব ও কুপ্রভাব থেকে মুক্ত। তার ক্বল্বের পরিশুদ্ধতা তার সমস্ত দেহকে প্রভাবিত করে। তার রসনা উত্তম কথা বলে। তার চোখে দ্বেষহীন সরল দৃষ্টি। অন্যের ব্যাথায় সে ব্যাথিত হয়। অপরের মঙ্গলে হয় সে পুলকিত। উত্তম সাহচর্যের জন্য সে ব্যকুল থাকে। আর এ গুলোই তার জীবনের উন্নতির সোপান।

এই শুদ্ধ ক্বল্ব বা আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন হলো উত্তম ওয়াছিলা তথা নেক সাহচর্য। ওয়াছিলা বা কারণ ব্যতীত দুনিয়াতে কোন কিছুই হয় না তাই দুনিয়াকে "আলমে আসবাব" বা উপকরণ নির্ভরশীল জগত বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ـ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁর নৈকট্য লাভের ওয়াছিলা অন্বেষণ কর।,

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

Scanned with CamScanner

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও।"

তাই মানুষের জীবনে ওয়াছিলা এবং সাহচর্যের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। ঈমানের পূর্ণতা সাধনের জন্যে কামিল ব্যক্তির তাওয়াজুহ্ বা আধ্যাত্মিক সুদৃষ্টির রয়েছে প্রয়োজন। মানুষ জীবিত না মৃত, তার মাপকাঠি হল এই– ঈমান। অর্থাৎ যার ভিতরে ঈমান আছে তার ক্বলব জীবিত এবং যার ঈমান নেই সে মৃত। আর ইসলামের বিবিধ মন্‌যিল ও স্তর সমূহের মধ্যে চূড়ান্ত স্তর হল তাসাউফ। ইসলামের সেই চূড়ান্ত স্তরের প্রতিই আল্লাহ তাআলা নবী হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-কে আহ্বান করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔

"যখন তাঁর রব তাঁকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ করো! তিনি (ইব্রাহীম আঃ) বললেন, আমি কুল আলমের রবের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম"

এখানে ইসলাম দ্বারা ইসলামের চূড়ান্ত ও পূর্ণ স্তরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নিজের সব কর্তৃত্বকে আল্লাহ তাআলার হাতে সোপর্দ করে তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজেকে খালিছ করা। অন্য কথায়–

إِنَّ صَلَوٰتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

Scanned with CamScanner

"আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।"

এই যে আত্মসমর্পণ, এই আত্মনিবেদন, একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার অঙ্গীকার, এই মর্যাদাপূর্ণ শপথের নামই হলো তাসাউফ। সুতরাং অন্ধকার ক্বল্‌বকে আলোকিত করার জন্যে, শুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সমর্পিত হওয়ার জন্যে, এমনকি ঈমানের পূর্ণতা সাধনের জন্যে, উত্তম সাহচর্য ও উৎকৃষ্ট ওয়াছিলা তথা সালিকীন- সালিহীন-সাদিকীনদের সাথী হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

শ্বাস-প্রশ্বাসের আমল

জীবনের পরে মৃত্যু এক অনিবার্য বিষয়। মানুষের বেঁচে থাকা বা জীবনের গতি বহমান থাকা কেবল সম্ভাবনামাত্র। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ -

"তোমরা বেশী বেশী সেই মৃত্যুর কথা স্মরণ কর, যে মৃত্যু তোমাদের দুনিয়াবী স্বাদ বিনষ্ট করে দেয়।"

মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসই জানান দেয় তার জীবনের উপস্থিতির কথা। একটি শ্বাস ত্যাগ করার সাথে জীবনের একটি মুহূর্তও কমে যায়।প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে মানুষের আমলনামায় রেকর্ড করা হয়ে থাকে। এই কারণে

Scanned with CamScanner

তরীকতের বুজুর্গান প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আল্লাহর স্মরণকে জারি রাখার আমলকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি মানুষের জীবনের জন্য সার্থক- উপকারী একটি আমল।

এই আমলের নিয়ম হল- শ্বাস গ্রহণ করার সময় অন্তরের ভাষায় لَا إِلٰهَ (লা ইলাহা) এবং শ্বাস ত্যাগ করার সময় إِلَّا اللّٰهُ (ইল্লাল্লাহ্) বলা। এতে মুখ-জিহ্বা-ঠোঁট কোনরূপ হরকত করবে না। শুধুমাত্র নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের সাথে এই অভ্যাস গড়ে তুলা।

কোন তরীকার বুজুর্গান বলেছেন, শ্বাস গ্রহণকালে الله (আল্লাহ্) এবং শ্বাস ত্যাগ করতে 'هُ' (হু) বলা। এই প্রক্রিয়ায়ও ঠোঁট ও জিহ্বার সাথে কোন সম্পর্ক না রেখে কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে অভ্যাস করা। এই যিক্‌র দিনরাত-জীবনভর চলতে থাকবে। এতে করে জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যয় হবে।

বিশুদ্ধ নামায

একাগ্রচিত্তে যে নামায পড়া হয় সে নামায মু'মিনকে দ্রুত আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে পৌঁছায়। যে ব্যক্তি যত বিশুদ্ধভাবে ও শান্তি মনে নামায আদায় করে তার জীবনও তত শান্তিময় ও নিরাপত্তার সাথে কাটে।

Scanned with CamScanner

নামাযের রুকু ও সিজদাতে নিজেকে কাতর ও লাচার হিসাবে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে সমর্পণ করা মুমিনের ইজ্জত ও সম্মানের কারণ। যে নামায মু'মিনের অন্তর ও চোখে পরিতৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দেয় সে নামাযই প্রকৃত নামায। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ۔

"নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়।"

আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার কাতরতা ও ব্যাকুলতাকে খুবই পছন্দ করেন। বান্দাহ যখন আল্লাহর হুজুরে সমর্পিত হয়, তখন আল্লাহ সেই বান্দার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন।ইবাদতে বিশুদ্ধ একাগ্রতাই মকবুলিয়তের কারণ।তাই একাগ্রচিত্তে নামায আদায়ের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

"তুমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; আর যদি তাকে দেখার মা'রেফাতের চক্ষু না থাকে তবে তিনি তোমাকে দেখছেন– এই ধারণা কর।"

Scanned with CamScanner

তিলাওয়াতে কুরআন

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা একটি মহান ইবাদত। ফরজ বিষয়সমূহ ব্যতীত এর চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই। প্রত্যেকেরই নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। তারতিল ও তাজবীদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত জেনে নেয়া একান্ত জরুরী। কারণ ক্বিরাত বিশুদ্ধ না হলে নামায ছহীহ হবে না। আর নামায ছহীহ না হলে কোন ইবাদতেরই মূল্য নেই। তিলাওয়াতের সময় বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে এমন খেয়াল রাখা উচিত, যেন আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি। অন্যথায় ন্যূনতম পক্ষে এ ধ্যান থাকা উচিত, আমি আল্লাহর কালাম পড়ছি, আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে বিশেষ বিশেষ সূরা যেমন– ফাতিহা, ইখলাছ, ইয়াছিন, আর-রাহমান, ফাতাহ্, ওয়াকিয়াহ, কাহ্ফ, মুজাম্মিল, মুল্ক, সূরা নাবা ইত্যাদি নিয়মিত তিলাওয়াতের ফলে জীবনে সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়।

দুরূদ শরীফ

দুরূদ শরীফের মত এমন মকবুল ইবাদত আর নেই। আল্লাহ পাক তাঁর কালামে পাকে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমার নবীর উপর আমি স্বয়ং এবং আমার ফেরেশ্তাগণ দুরূদ পাঠ করেন অতএব হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ কর।" ইরশাদ হচ্ছে ঃ

Scanned with CamScanner

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔

সুতরাং দুরূদ শরীফ পাঠের সৌভাগ্য হতে কোন মুসলমানেরই গাফিল থাকা উচিত নয়। পরকালে এই মকবুল আমল মানুষের নাজাতের ওয়াছিলা হয়ে প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার অতি নিকটে স্থান পাবে, যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়ে থাকে।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবো।"

অন্তত পক্ষে দৈনিক দুইশত বার দুরূদ শরীফ পাঠের নিয়মিত আমল করা উচিত। যে যত ইখলাছ ও ইশ্‌ক মুহব্বতের সাথে দুরূদ শরীফ পড়বে, অনুরূপ গুরুত্বের সাথে এই দুরূদের হাদিয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে গৃহিত হবে।

তরিকতের বুজুর্গান নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফ নিয়মিত আমলের তাকিদ দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى بِاَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ ۔

Scanned with CamScanner

[আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা বি আন তুসাল্লিয়া আলাইহি]

আরো কতেক বিশেষ দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً مَقْبُوْلَةً تُؤَدِّىْ بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيْمَ

[আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাতান দা-ইমাতান মাক্ববূলাতান তুয়াদ্দিয়া বিহা আন্না হাক্কাহুল্ আযীম]

এই দুরূদ শরীফ পাঠের নিয়মিত আমল হুজুর (সাঃ)-এর যিয়ারত লাভ, কিয়ামতে শাফায়াত অর্জন এবং দুনিয়ার যে কোন মুসিবত হতে নাজাত লাভে বিশেষ উপকারী। হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান যাজুলী (রহঃ) এক বালিকার নিকট হতে ইহা শিখে ছিলেন। যার ফুঁকে কুপের পানি উত্থলিত ও প্রবাহিত হয়েছিল।

দুরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ

Scanned with CamScanner

وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ـ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

[আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাতান তুনাজ্জীনা বিহা-মিন্ জামীয়িল্ আহ্ওয়ালি ওয়াল আ-ফাত্ ওয়া তাক্বদ্বীলানা বিহা জামীআল্ হা-জা-ত্ ওয়া তুত্বাহ্হিরুনা বিহা-মিন জামীয়িছ্ ছায়্যিয়াত্ ওয়া তারফাউ'না বিহা-ইন্দাকা আ'লাদ্ দারাজা-তি ওয়া তুবাল্লিগুনা-বিহা-আক্বসাল্ গা-ইয়াত মিন্ জামীয়িল্ খাইরা-তি ফিল্ হাইয়া-তি ওয়া বা'দাল্ মামা-ত্ ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর]

যে কোন কঠিন মুসিবতে এই মুবারক দুরূদের আমল বিপদমুক্তির কারণ হিসাবে কাজ করে।

দুরূদে নারিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِى تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَ

Scanned with CamScanner

يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ ـ

[আল্লাহুম্মা সাল্লি সালাতান্ কা-মিলাতান্ ওয়া ছাল্লিম ছালামান্ তা-ম্মান্ আলা- ছায়্যিদিনা-মুহাম্মাদিনিল্ লাযি তান্হাল্লু বিহিল্ উ'কুদু ওয়া তান্ফারিজু বিহিল্ কুরাবু ওয়া তুক্বদ্বা-বিহিল্ হাওয়া- ইজু ওয়া তুনা-লু বিহির্রাগা-ইবু ওয়া হুছনুল্ খাওয়াতিমু ওয়া য়্যুছ্তাছ্ক্বাল্ গামা-মু বিওয়াজ্হিহিল্ কারীম্ ওয়া আলা- আ-লিহী ওয়া আস্হা-বিহী ফী কুল্লি লাম্হাতিন্ওয়া নাফ্ছিম্ বিআদাদি কুল্লি মা'লূমিল্ লাক্]

এই দুরূদ শরীফ খানাও বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদে দ্রুত কাজ করে। আগুনের মত কঠিন বিপদেও এর ওয়াছিলায় মুক্তি লাভ করা যায়। তাই ইহাকে দুরূদে নারিয়া বলা হয়।

ইছ্তিগফার শরীফ

রহমান ও রহীম আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অনুতপ্ত বান্দাহ্র প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকান। আল্লাহ গুনাহগারদের ক্ষমা করেন– তাই তো তিনি গাফুরুর রাহীম। বান্দাহ্ শত অপরাধ করে যখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করে, ক্ষমা ভিক্ষা করে তখন পরম দয়াদ্র আল্লাহ তাঁর গোলামকে ক্ষমা না করে পারেন না। সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বড় গুনাহগার, যে অন্তরে এই ধারণাকে

Scanned with CamScanner

বদ্ধমূল করে রেখেছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ক্ষমা প্রাপ্তির তামান্না এই দুইটি যার অন্তরে রয়েছে সে-ই প্রকৃত মুত্তাকী।

প্রতিদিন কমপক্ষে একশতবার ইছতিগফার শরীফ পাঠের নিয়মিত আমল করা খুবই উপকারী। পীর-মুরশীদ হযরত বদরপুরী (রহঃ) ইছতিগফারের নিম্নোক্ত দোয়ার তা'লিম দিয়ে থাকতেনঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

[আছতাগ্‌ফিরুল্ল-হাল্ আযীমাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়ুল্ ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহ্]

তাছবীহে ফাতিমা

প্রত্যেক নামাযের পরে তাছবিহে ফাতিমা অর্থাৎ سُبْحَانَ اللّٰهِ (ছুবহানাল্লাহ্) ৩৩ বার وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (ওয়াল হামদু লিল্লাহ্) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার পড়ে একবার এই কালেমা পাঠ করা–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ۔

Scanned with CamScanner

[ছুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা- কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম]

হাদীস শরীফে এই আমলের অত্যধিক ফজিলত ও মর্তবার কথা বর্ণিত রয়েছে।

অভাব ও দৈন্যতা দূর হওয়ার আমল

প্রত্যেহ এশার নামাযের পরে সূরায়ে ওয়াকিয়া নিয়মিত তিলাওয়াত করলে অভাব-অনটন ও দৈন্যতা দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতে জীবনে শান্তি ও সাচ্ছন্দ আসে।

* হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা এই দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ حَمْدًا يُوَافِّ نِعَامَهٗ وَيُكَافِّ مَزِيْدَهٗ ـ

[আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন, হামদান্ য়্যুওয়াফ্‌ফা নিআমাহূ ওয়া য়ূকাফ্‌ফা মাজিদাহূ]

এই দোয়ার নিয়মিত আমল জীবনের সচ্ছলতার জন্য বিশেষ উপকারী।

Scanned with CamScanner

জীবনে সুখ-শান্তির জন্য আরও একটি দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ ـ

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্য়ালুকাছ্ ছাবাতা ফিল্ আম্রি ওয়াল আযীমাতা আলার্রুশ্দি ওয়া আছয়ালুকা শুক্রা নি'মাতিক্]

* মুরশিদুনা হযরত বদরপুরী (রহঃ) বাইআতের পরে তিনটি দোয়া বাতলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, এগুলো খুবই বরকতের দোয়া। দোয়াগুলো হলোঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

[হাছ্বি ইয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল্ ওয়াকীল]

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

[ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আছ্তাগীছু]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

[আল্লাহুম্মাজ্আল্নী সাবূরাউ ওয়াজ্আল্নী শাকূরা ওয়াজ্আল্নী ফী আইনী সাগীরাউ ওয়া ফী আ'য়্যুনিন্ নাছি কাবীরা]

Scanned with CamScanner

* প্রত্যেক জুমআর নামাযের পরে নিম্নের দোয়াটি সত্তর বার পড়লে, এই আমলের বরকতে আল্লাহ সচ্ছল জীবন দান করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ يَا غَنِىُّ اَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ ـ

[বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহুম্মা ইয়া-গানিয়্যু আগ্‌নিনী বিহালা-লিকা আন্ হারা-মিকা ওয়া বিত্বা-আতিকা আন মা'সিয়াতিকা ওয়া বিফাদ্বলিকা আম্‌মান্ ছিওয়াক্]

আল্লাহর দিকে নিজেকে মহতাজ মনে করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে ভিক্ষা পাওয়ার দৃঢ় আশা নিয়ে এই সমস্ত দোয়া পাঠা করা উচিত। এতে করে মনের বিশ্বাসে মানুষ লাভবান হয়।

বিপদ হতে মুক্তি ও হাজত পুরণের আমল

যে কোন কঠিন বিপদে পতিত হলে বা সম্ভাব্য মুসিবতের আশঙ্কা করলে শুরুতে এবং শেষে দুরূদ শরীফ সহ আল্লাহর সিফাতী নামসমূহের একটি يَا لَطِيْفُ (ইয়া লাত্বীফু) দৈনিক ৩৩৩ বার করে পড়লে ইনশা আল্লাহ বিপদ হতে মুক্তি লাভ হবে।

Scanned with CamScanner

* এই আমলের অন্য সুরত হলো- يَا لَطِيْفُ (ইয়া লাত্বীফু) চারদিনে মোট ১৬৬৪১ বার পড়তে হয়। প্রতি একশতবার পড়ে-

اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

[ইন্না রাব্বী লাত্বীফুল্ লিমা ইয়াশা-উ ইন্নাহু হুওয়াল আলীমুল হাকীম]

আয়াত কাতর মনে তেলাওয়াত করতে হবে। চতুর্থ দিনে সংখ্যা পূর্ণ করে ১১ বার দুরূদে তুনাজ্জিনা পাঠ করে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলে ইনশা আল্লাহ মুসিবতের আশংকা দূর হবে।

* বুজুর্গানে কিরাম বিশেষ হাজত পূরণের জন্য নিম্নলিখিত দোয়া ১২০০০ বার অপারগতায় ১২০০ বার করে একাধারে ১২ দিন (রাতে) আমল করতে বলেছেন ঃ

يَابَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ -

[ইয়া- বাদীআল্ আজা-ইবি বিল খাইরি ইয়া বাদী']

অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্ধনের আমল

অটুট স্বাস্থ্য ও রোগ-বালাই থেকে হেফাজত থাকার জন্য নবী করীম (সাঃ) নিম্নলিখিত দোয়ার আমল শিখিয়ে দিয়েছেন-

Scanned with CamScanner

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ صِحَّةً فِى الْاِيْمَانِ وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَ نَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ـ

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্য়ালুকা সিহ্হাতান ফিল্ ঈমানি ওয়া ঈমানান্ ফিল্হুছনি খুল্কি. ওয়া নাজাহান ইয়াত্তাবিআহূ ফালাহান ওয়া রাহমাতাম্ মিন্কা ওয়া আ-ফিয়াতান ওয়া মাগ্ফিরাতাম্ মিন্কা ওয়া রিদ্বওয়া-না-]

* বুক পানিতে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত আয়াত পড়ে এক আজল পানিতে ফুঁক দিয়ে প্রত্যহ পান করলে ইন্শাআল্লাহ সব ধরনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ইহা বহু পরীক্ষিত আমল।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ.ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

[যুয়্যিনা লিন্না-ছি হুব্বুশ্শাহাওয়া-তি মিনান্ নিছায়ি ওয়াল্ বানীনা ওয়াল কানা-ত্বীরিল্ মুকান্ত্বারাতি মিনায্যাহাবি ওয়াল্

Scanned with CamScanner

ফিদ্দ্বাতি ওয়াল্ খাইলিল্ মুছাওয়্যামাতি ওয়াল্ আন্আ-মি ওয়াল্ হারছ্, যা-লিকা মাতা-উল্ হাইয়াতিদ্ দুন্ইয়া-ওয়াল্লাহু ই'নদাহু হুছ্নুল্ মায়া-ব্]

দেমাগ ও যেহেন শক্তি বৃদ্ধির আমল

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর মাথায় ডান হাত রেখে ১১ বার يَاقَوِىُّ (ইয়া ক্বাওয়িয়্যু) পড়লে দেমাগ শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই আমল খুবই উপকারী।

* যেহেন শক্তি বৃদ্ধির জন্য দৈনিক নামাযের পর নিম্নলিখিত দোয়াগুলো তিনবার করে পড়লে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) তাঁর কিতাবে এই আমলের কথা বাতলিয়েছেন।

১) يَا عَلِيْمُ - يَا حَفِيْظُ - يَا قَوِىُّ -

[ইয়া আলীমু, ইয়া হাফীযু, ইয়া কাওয়িয়্যু]

২) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّفَهْمًا كَامِلًا وَّرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আছয়ালুকা ইল্মান্ না– ফিআন্ ওয়া ফাহ্মান্ কা-মিলান্ ওয়া রিয্ক্বান্ ওয়া-ছিআন্ ওয়া শিফা-য়ান মিন্ কুল্লি দা-ইন্]

Scanned with CamScanner

৩) رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

[রাব্বিশ্ রাহ্লী সাদ্রী ওয়া ইয়াছ্ছিরলী আমরী ওয়াহ্লুল্ উক্বদাতাম্ মিল্ লিছানী ইয়াফ্ক্বাহু ক্বাউলী]

চোখের নিরাপত্তার জন্য আমল

অজু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলে যাবতীয় বিপদ হতে চোখ হেফাজত থাকবে। এই আমলের নিয়মিত অভ্যাস খুবই উপকারী।

* তাছাড়া সূরায়ে আস্র পাঠ করে শাহাদাত আঙ্গুলীতে ফুঁক দিয়ে চোখের চতুর্পার্শ্বে মুছে দিলে চোখ উঠার উপশম হয়।

* দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা দূর হওয়ার জন্য প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর নিম্ন লিখিত আয়াত শরীফ পাঠ করে শাহাদাত আঙ্গুলির নখের উপর ফুঁক দিয়ে নখ চোখে বুলিয়ে দিলে দৃষ্টি প্রখর হবে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْد .

[ফাকাশাফ্না আন্কা গিত্বায়াকা ফাবাসারুকাল্ ইয়াওমা হাদীদ]

Scanned with CamScanner

* ইমাম তাহতাবী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, চোখ ও কানের হেফাজতের জন্য নিম্নের আমলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে নিয়মিত এই আমল করবে, আল্লাহ আজীবন তার চোখ ও কানের হেফাজত করবেন।

আযানের জবাব দান কালে মুয়াজ্জিনের প্রথমবার-

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্]

বলার জবাবে শ্রোতা বলবে–

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

[সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্]

দ্বিতীয়বার –

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্]

শুনে শ্রোতা জবাবে বলবে–

قُرَّتْ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ -

[কুর্রাতু আইনী বি'কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিছছাম্‌য়ি ওয়াল বাসার]

Scanned with CamScanner

অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখের উপর ফুঁ দিয়ে চোখের উপর বুলালে আল্লাহ চোখের হেফাজত সুনিশ্চিত করবেন।

রাত ও দিনের বিশেষ আমল

তরীকতের মেহনতে যারা লিপ্ত, ফরয ও সুন্নত কাজ আদায় করার পরও তাদেরকে এমন কিছু ইবাদত এবং ওজীফা আদায় করা কর্তব্য, যা ক্বল্বের অন্ধকার দূর করতে এবং কুরবতে এলাহী ও মুহব্বতে রাসূল (সাঃ) হাসিল করতে সহায়ক হবে। যেমন– সর্বক্ষণ অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা, বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করা, তাহাজ্জুদের নামায দুই রাকাআত অথবা বার রাকাআত (যে পরিমাণ সম্ভব) নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করা, সময় ও সুযোগমত অন্যান্য নফল নামায, আশুরার রোযা, ইয়াউমে আরাফার রোযা, শবে মি'রাজের রোযা, শবে বরাতের রোযা, সম্ভব হলে আইয়্যামে বীজের রোযা আদায় করা উচিত। তাওফিক মত সাদকা-খায়রাতের অভ্যাস করা উচিত। জুমআর দিন অথবা রাত্রিতে সূরা কাহ্‌ফ, ফজরের নামাযের পর সূরা ইয়াসীন ও هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ থেকে عَزِيْزُ الْحَكِيْمِ পর্যন্ত তিনবার পাঠ করা খুবই উপকারী। নিয়মিত দালাইলুল খাইরাত, হিজবুল বাহার ও কাসিদায়ে বুর্‌দাহ্‌ শরীফ তেলাওয়াতের অভ্যাস করা উচিত। সকাল বিকাল সায়্যিদুল ইস্তিগফার

Scanned with CamScanner

একবার, বাদ এশা সূরা মূলক, ওয়াকিয়াহ, আয়াতুল কুরসী, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পাঠ করা উত্তম।

বিশেষ বিশেষ দোয়া

নিম্নলিখিত দোয়া বেশী বেশী পড়ার অভ্যাস করা উত্তম–

১) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ

[ইয়া- হাইয়্যু ইয়া-কাইয়্যুমু বিরাহ্মাতিকা আছ্তাগীছু]

২) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

[ছুব্হা নাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী ছুব্হা-নাল্লাহিল্ আযীম্]

৩) رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

[রাব্বি আন্নী মাছ্ছানিয়াদ্ দুর্রু ওয়া আন্তা আর্হামুর্ রা-হিমীন্]

٤) وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

[ওয়া উফাওয়্যিদু আমরী ইলাল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা বাসীরুম্ বিল্ ইবা-দ]

٥) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

[হাছ্বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, নি'মাল্ মাওলা-ওয়া নি'মান্ নাসীর]

Scanned with CamScanner

٦) رَبِّ اِنِّى مَغْلُوبٌ فَا نْتَصِر ـ

[রাব্বি আন্নী মাগ্‌লূবুন্ ফান্‌তাসির্]

٧) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ ا لظّٰلِمِيْنَ ـ

[লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা ছুব্‌হা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায্‌যালিমীন]

* দৈনন্দিন নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়া সমূহ পাঠ করা খুবই উপকারী–

١) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

[রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্ ওয়া আন্‌তা খাইরুর রা-হিমীন]

٢) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

[রাব্বির্‌হাম্‌হুমা কামা-রাব্বা ইয়া-নী সাগীরা]

٣) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْم ـ

[রাব্বানাগ্‌ফির লানা- ওয়ালি ইখ্‌ওয়ানিনাল্ লাযীনা ছাবাকূনা বিল্ ঈমানি ওয়ালা-তাজ্‌আল্ ফী কুলূবিনা-গিল্লাল্ লিল্ লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম]

Scanned with CamScanner

٤) رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

[রাব্বানা- আফ্‌রিগ্ আলাইনা-সাবরান্ ওয়া ছাব্বিত্ আক্বদা-মানা-ওয়ান্‌সুরনা-আলাল্ ক্বাউমিল্ কা-ফিরীন]

٥) رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

[রাব্বানা-আ-মান্না-বিমা-আন্‌যালতা ওয়াত্তাবা'নার্ রাছূলা ফাক্‌তুবনা- মাআশ্‌শাহিদীন]

٦) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَنَا يَوْمَ تَزُوْلُ فِيْهِ الْاَقْدَامُ -

[আল্লাহুম্মা ছাব্বিত্ ক্বাদামানা- ইয়াউমা তাযূলু ফীহিল্ আক্বদা-ম]

٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَدَةَ الدَّائِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ -

Scanned with CamScanner

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্য়ালুকাল্ আফ্ওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ওয়াল মাআ-ফাতাদ্দা-ইমাতা ফিদ্দীনি ওয়াদ্ দুন্ইয়া-ওয়াল আ-খিরাতি ওয়াল ফাউঝা বিল্ জান্নাতি ওয়ান্ নাজা-তা মিনান্ না-র]

٨) اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَه وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَجْتَه وَلَا دَيْنًا اِلَّا سَدَّيْتَه وَلَا مَرَضًا اِلَّا شَافَيْتَه وَعَافَيْتَه وَلَا عَدُوًّا اِلَّا دَمَّرْتَه وَخَذَلْتَه وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

[আল্লাহুম্মা লা-তাদা'লানা- যাম্বান্ ইল্লা- গাফ্ফারতাহূ ওয়ালা-হাম্মান্ ইল্লা- ফার্রাজ্তাহূ ওয়ালা-দাইনান্ ইল্লা- ছাদ্দাইতাহূ ওয়ালা- মারীদ্বান্ ইল্লা-শা-ফাইতাহু ওয়া আফাইতাহ্ ওয়ালা-আদুওয়্যান্ ইল্লা- দাম্মার্তাহূ ওয়া খাযাল্তাহ ওয়ালা- হা-জাতাম্ মিন্ হাওয়াইজিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাতি ইল্লা- ক্বাদাইতাহা-ইয়া- রাব্বাল্ আ-লামীন]

٩) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا يَا اَللّٰهُ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ

Scanned with CamScanner

[আল্লাহুম্মা আহ্ছিন্ আ-ক্বিবাতানা-ফিল্ উমূরি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা- ইয়া-আল্লাহু মিন্ খিয্যিদ্ দুন্ইয়া-ওয়া আযা-বিল্ আ-খিরাহ্, তাওয়াফফানী মুছ্লিমাও ওয়া আল্হিক্বনী বিস্সালিহীন]

١٠) اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَى وَلَا مَفْتُوْنَ ـ

[আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্ফানা- মুছ্লিমীন ওয়াল্ হিক্বনা- বিস্সালিহীনা গাইরা খাযা-ওয়ালা-মাফ্তূন]

١١) اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلَنَا اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَاَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَّنَا صَاحِبًا فِىْ سَفَرِنَا وَحَامِيًا وَ مُعِيْنًا فِىْ حَضَرِنَا وَخَلِيْفَةً فِىْ اَهْلِنَا وَاطْمِسْ عَلٰى وُجُوْهِ اَعْدَائِنَا ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়াছ্চ্ছিরলানা- উমূরানা-মাআর্রাহাতি লিক্বলূবিনা ওয়া আব্দা-নিনা ওয়াছ্ছালা-মাতি ওয়াল্ আ-ফিয়াতি ফী দীনিনা ওয়া দুন্ইয়া-না- ওয়া কুল্লানা- সা-হিবান ফী ছাফারিনা- ওয়া হা-মিয়াও ওয়া মুয়ীনান্ ফী হাদ্বারিনা- ওয়া খালীফাতান্-ফী আহলিনা- ওয়াত্বমিছ্ আলা- উজূহি আ'দা-ইনা]

Scanned with CamScanner

١٢) اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ۔

[আল্লাহুম্মা লা- তাক্বতুল্না- বিগাদ্বাবিকা ওয়ালা- তুহলিক্না- বিআযা-বিকা ওয়া আ-ফিনা ক্বাব্লা যা-লিক্]

١٣) اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِسُوْٓءِ اَعْمَالِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَكُفَّ اَيْدِىَ الظّٰلِمِيْنَ عَنَّا يَاحَفِيْظُ اُحْفَظْنَا وَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَحَصِّلْ مُرَادَنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَهْلِكْ اَعْدَائَنَا وَاشْفِنَا وَاشْفِ مَرْضَانَا۔

[আল্লাহুম্মা লা-তুয়া-খিয্না- বিছূই' আ'মা-লিনা- ওয়ালা- তুছাল্লিত্ব আলাইনা- মাল্লা- ইয়ার হাম্না- ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল আ-খিরাতি ওয়া কুফ্ফা আইদিয়ায্ যা-লিমীনা আন্না- ইয়া হাফীযুহ্ফায্না- ওয়া ইয়াছ্ছির উমূরানা– ওয়া হাস্সিল্ মুরাদানা– ওয়া আস্লিহ্ যা-তা বাইনিনা ওয়াহ্লিক্ আ'দা-ইনা- ওয়াশফিনা- ওয়াশ্ফি মারদ্বা-না]

Scanned with CamScanner

١٤) اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ -

[আল্লাহুম্মা হাব্বিন ইলাইনাল্ ঈমান্ ওয়া ঝায়্যিনুহু ফী কুলূবিনা ওয়া কার্‌রিহ্ ইলাইনাল্ কুফ্‌রা ওয়াল ফুছূকা ওয়াল্ ঈ'স্‌ইয়ানা ওয়া জাআল্‌না– মিনার্ রা-শিদীন]

*** ওযুর সময়ে বিশেষ দোয়া ঃ**

ওযুতে নাকে পানি ঢালার সময়–

اَللّٰهُمَّ رَيِّحْنِىْ بِرِيَاحِ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّىْ رَاضٍ -

[আল্লাহুম্মা রাইহানী বি রিয়া-হিল্ জান্নাতি ওয়া আন্‌তা আন্নী রা-দ্ব]

ডান হাত ধোয়ার সময়–

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ وَلَا تَسْوَدُّ وَجْهِىْ يَوْمَ تَسْوَدُّ الْوُجُوْهُ -

[আল্লাহুম্মা বায়্যিদ্ব ওয়াজহী ইয়াউমা তাব্‌ইয়াদ্‌দ্বুল্ উজূহু ওয়ালা– তাছ্‌ওয়াদ্দু ওয়াজহী ইয়াউমা তাছ্‌ওয়াদ্দুল্ উজূহু]

Scanned with CamScanner

মুখ ধোয়ার সময়–

اَللّٰهُمَّ اعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ـ

[আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী কিতাবী বি ইয়ামীনী ওয়া হা-ছিব্‌নীহিছাবান্ ইয়াছীরা]

বামহাত ধোয়ার দোয়া–

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَ مِنْ وَّرَاءَ ظَهْرِىْ ـ

[আল্লাহুম্মা লা- তা'ত্বিনী কিতা-বী বিশিমালী ওয়া মিন্ ওয়ারা-আ যাহ্‌রী]

মাথা মাছেহ করার সময়–

اَللّٰهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَ اُعُوْذُبِكَ مِنْ سَلَاسِلِ وَ اَغْلَالِ

[আল্লাহুম্মা আ'তিক্ব রাক্বাবী মিনান্ না-রি ওয়া আউযুবিকা মিন্ ছালা-ছিলি ওয়া আগ্‌লা-ল]

পা ধোয়ার দোয়া–

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ يَوْمَ تَزُوْلُ فِيْهِ الْاَقْدَامُ ـ

[আল্লাহুম্মা ছাব্বিত্ ক্বাদামী ইয়াউমা তাযূলু ফীহিল্ আক্বদা-ম]

Scanned with CamScanner

ওযু শেষ করার পরে আসমানের দিকে তাকিয়ে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

[আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকালাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আ'ব্‌দুহূ ওয়া রাছূলুহ্, আল্লাহুম্মা জাআল্‌নী মিনাত্ত্বওয়্যা-বীনা ওয়া জাআল্‌নী মিনাল্ মুতাত্বাহ্‌হিরীন্ ওয়া জাআল্‌নী মিন্ ই'বা-দিকাস্‌সালিহীন আল্‌লাযীনা লা-খাওফুন্ আলাইহিম্ ওয়ালা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন]

খতমে খাজেগান

তরীকতের বুজুর্গানের মকবুল আমলসমূহের মধ্যে 'খতমে খাজেগান' হল বিশেষ একটি আমল। মনের ইতমিনান এবং প্রশান্তির উদ্দেশ্যে অথবা যে কোন কঠিন বালা-মুসিবত থেকে মাহফুজ থাকার নিয়তে এই খতম পাঠের উপকারীতা অপরিসীম। তরীকতের রিয়াযত-মেহনতকারীদের উচিত সম্ভব হলে প্রতিদিন এই

Scanned with CamScanner

খতম একবার করে পাঠ করা। অন্তত পক্ষে সপ্তাহে একবার খতমে খাজেগান পড়ার আমল খুবই জরুরী মনে করি।

খতমে খাজেগান পড়ার নিয়ম ঃ

এই খতম পড়ার তরীকা হল– প্রথমে ৭ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিম্নের দুরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى بِاَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ۔

[আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা– ছায়্যিদিনা– মুহাম্মাদিন্ ওয়া আলা– আ-লি ছায়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন্ কামা- তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা- বিআন্ তুসাল্লিয়া আলাইহি]

এরপর সূরা আলাম্ নাশ্‌রাহ্‌লাকা ৭৯ বার, সূরা ইখলাছ ১০০১ বার, সূরা ফাতিহা ৭ বার, পূর্বোক্ত দুরূদ শরীফ ১০০ বার এবং নিম্নলিখিত দোয়া প্রতিটি ১০০ বার করে পাঠ করা।

(১) اَللّٰهُمَّ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ۔

[আল্লাহুম্মা ইয়া-ক্বা-দ্বিয়াল্ হা-জা-ত্]

(২) اَللّٰهُمَّ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ۔

[আল্লাহুম্মা ইয়া-দা-ফিআল্ বালিয়্যা-ত্]

Scanned with CamScanner

(٣) اَللّٰهُمَّ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া রা-ফিআদ্ দারাজা-ত্]

(٤) اَللّٰهُمَّ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া-কা-ফিয়াল্ মুহিম্মা-ত্]

(٥) اَللّٰهُمَّ يَا مُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া- মুফাত্তিহাল্ আব্ওয়া-ব্]

(٦) اَللّٰهُمَّ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ ـ

[আল্লাহুমমা ইয়া-মুছাব্বীবাল্ আছ্বা-ব্]

(٧) اَللّٰهُمَّ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া-গিয়া-ছাল্ মুছতাগিছীন্]

(٨) اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া-যাল্জালা-লী ওয়াল ইকরা-ম]

(١٠) اَللّٰهُمَّ يَا شَافِيَ الْاَمْرَاضِ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া-শা-ফিয়াল্ আমরা-দ্ব]

(١١) اَللّٰهُمَّ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া- মুজীবাদ্ দা'ওয়া-ত]

Scanned with CamScanner

(١٢) اَللّٰهُمَّ يَا حَلَّالَ الْمُشْكِلَاتِ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া হাল্লা-লাল্ মাশ্‌কিলা-ত্]

(١٣) اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوم ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া-হাইয়্যু ইয়া-কাইয়্যুম]

(١٤) اَللّٰهُمَّ يَا سَلَامُ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া ছালা-মু]

(١٥) اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

[আল্লাহুম্মা ইয়া-আরহামার রাহিমীন]

(١٦) اَللّٰهُمَّ اٰمِيْن ـ

[আল্লাহুম্মা আ-মীন]

Scanned with CamScanner



পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক লাইব্রেরি

Scanned with CamScanner